11

আজকের কাগজ

তারিখ 5 JUL 1996

চ.বি'তে ফের শিবিরের অশুভ তৎপরতা

ভিসি ভবন ঘেরাও ॥ নির্দিষ্ট সভা হতে পারেনি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে আবারো অবরুদ্ধ করার পাঁয়তারা করছে। গতকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বনির্ধারিত শিক্ষকদের একটি সভা তারা হতে দেয়নি। ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে গতকাল তারা সকাল থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ভিসি ভবন ঘেরাও করে রাখে। এ সময় ভিসি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী তার কার্যালয়ে আটকা পড়েন। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

সূত্র জানায়, গতকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহে কেন্দ্রীয়ভাবে মেধাভিত্তিক আসন বরাদ্দের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের জন্যে সকল সিন্ডিকেট সদস্য হল প্রভোস্ট, ডীন, শিক্ষক সমিতি, ও সংশ্লিষ্টদের এক যৌথ সভা ডাকা হয়েছিলো। ভিসির অফিসে এ সভা হওয়ার কথা ছিলো সাড়ে ১১টায়। কিন্তু তার আগেই ইসলামী ছাত্র শিবির তাদের ১০ দফা দাবির সমর্থনে ভিসি ভবন ঘেরাও করে। তারা ভিসিকে তাদের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্যে স্মারকলিপি প্রদান করে। শিবির কর্মিরা ভিসি অফিসের সামনের বারান্দা সিঁড়ি ও অপেক্ষমাণ কক্ষে অবস্থান নেয়। শিবির কর্মিরা ভিসি ভবনে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়নি। তাদের কাছে বাধা পেয়ে প্রোভিসি এম এম বদিউল আলমসহ সকল সিন্ডিকেট সদস্য, সকল হল প্রভোস্ট, সকল অনুষদের ডীন ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ফিরে যান। উল্লেখ্য- বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহের আসন বরাদ্দ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কমিটির মাধ্যমে করার জন্যে সিন্ডিকেটের ২৮৯ তম সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। এ উদ্দেশে একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্যে গতকালের যৌথ সভা ডাকা হয়। সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে মেধাভিত্তিক আসন বরাদ্দের নীতিমালা অনুসরণ করা হলে ছাত্রশিবিরের অনেক নেতা-কর্মি হলে আসন পাবে না। ফলে সভার দিনেই ছাত্র শিবির ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ভিসি ভবন ঘেরাও করে রাখে। এ ১০ দফা দাবি নিয়ে ছাত্র শিবির তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্যে ধর্মঘট, অবরোধসহ সকল কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলে শিবিরের একটি সূত্র জানায়।